নারী-পুরুষের চলমান সামাজিক বৈষম্যটাকে প্রকটতর করে তুলছে তথ্য-প্রযুক্তিতে পুরুষের আধিপত্য

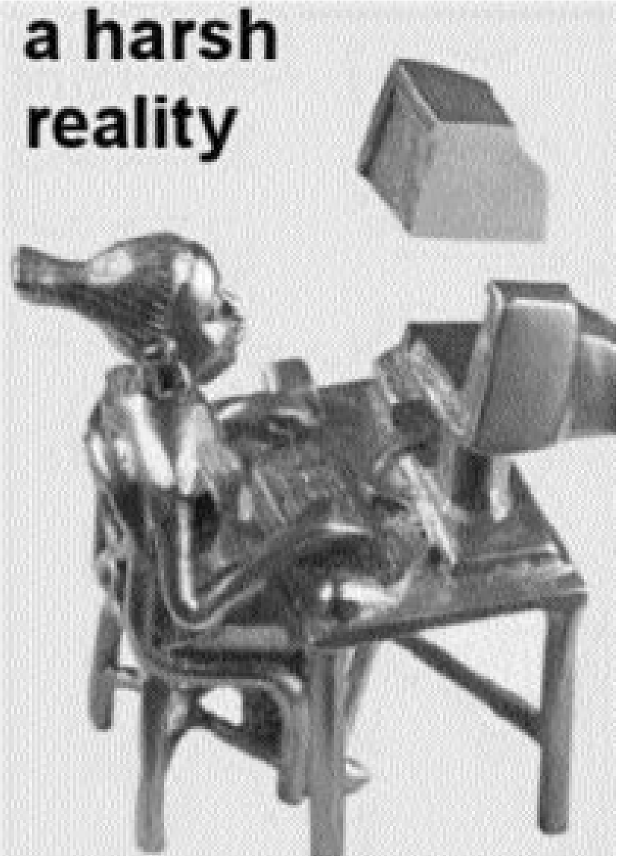

নারীর ক্ষমতায়ন

ডিজিটাল বনাম এনালগ

মাসুদ আশরাফ

গত দশ বছরে ইন্টারনেট নিজের কার্যক্রমের বিস্তার ঘটিয়েছে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। তথ্য বিনিময়, ব্যবসায়িক যোগাযোগ, কেনাকাটা, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রম এমনকি শিল্পখাতের 'ট্রাডিশনাল চেইন' কোনও কিছুই আজ ইন্টারনেটের আওতামুক্ত নয়। শতকরা ৯২ জন এক্সিকিউটিভ ভবিষ্যদ্বাণী করছেন আগামী তিন বছরের মধ্যেই ইন্টারনেট বিশ্ববাণিজ্যে ও ক্ষমতায়নের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। আর আইটি'র সঙ্গে জড়িত অন্যান্য যন্ত্রপাতি (যেমন : কম্পিউটার, সেলফোন) বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ইতোমধ্যেই স্বীকৃত।

বিশ্বের সর্বত্রই যেখানে তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের জয়জয়কার সেখানে এশিয়ার তিন চতুর্থাংশ নারীই নতুন এই অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের নীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে অপারগ কিংবা বলা যায় পশ্চাৎপদ। নতুন এই রিলে-রেসে ঠিক সময়ে সামিল হতে না পারায়, আগে থেকেই 'পিছিয়ে পড়া নারী' পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে আরও দ্রুত। নারীর এই বৈরী সময়ে ইন্টারনেট-দুনিয়ায় প্রথমবারের মতো আশার আলো দেখাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মার্কিন পুরুষদের তুলনায় মার্কিন নারীর অগ্রগতি বিস্ময়কর এবং তথ্য-প্রযুক্তিতেও তাদের এই অগ্রগতি দ্রুত বর্ধনশীল। গত বছরে যেখানে যুক্তরাষ্ট্রে নারী-পুরুষ মিলিয়ে মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়েছে ২২.৪%, সেখানে কেবল নারীদের মধ্যেই এই হার বেড়েছে ৩৪.৯%[১]।

অনলাইন ইকোনমিতে যুক্তরাষ্ট্রের নারীদের অর্জন তুলনামূলকভাবে বেশি হলেও এশিয়ায় এই চিত্র একবারেই উল্টো। এশীয় পুরুষদের ৭৮ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহার করলেও মাত্র ২২ শতাংশ নারী ইন্টারনেট ব্যবহার করে[২]। এই অঞ্চলের তথ্য-অর্থনীতিতে নারীদের প্রতি উপেক্ষার কারণে এমনকি প্রচলিত বাণিজ্যেও নারী কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারছে না। ব্যক্তিগত বা বাণিজ্যিক কোনো পর্যায়েই নারী নতুন এই অর্থনীতির জোয়াল কাঁধে তুলে নিতে পারছেনা।

তাহলে প্রশ্ন, কিভাবে এই অঞ্চলের নারীদের এই নতুন অর্থনৈতিক পদ্ধতির সংগে বেশি করে সম্পৃক্ত করা যায়? কিভাবে তথ্য-প্রযুক্তির সমবন্টন নিশ্চিত করা যায়, যাতে করে অনগ্রসর অঞ্চলের নারীরা এর সুবিধা ভোগ করতে পারেন, হয়ে উঠতে পারেন পুরুষের সমকক্ষ?

বর্তমান যুগে স্বদেশী বা আন্তর্জাতিক যে কোনো ক্ষেত্রে অগ্রসরতার জন্যই প্রযুক্তিদক্ষতা অপরিহার্য, বিশেষ করে তথ্য-প্রযুক্তিতে দক্ষতা। কেননা বেশিরভাগ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই বিশ্ব বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কৌশলগত অবস্থান নির্ধারণ করছে। প্রতিষ্ঠানের নীতি, সেবা, জিনিসপত্র তৈরি, বিক্রি

বিশ্বের সর্বত্রই যেখানে তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের জয়জয়কার সেখানে এশিয়ার তিন চতুর্থাংশ নারীই নতুন এই অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের নীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে অপারগ কিংবা বলা যায় পশ্চাৎপদ

এশীয় অঞ্চলের নারীদের মধ্যে অনলাইন প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রটিতে নিজেদের গুটিয়ে রাখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে আশার কথা, দেখা গেছে, তথ্য-প্রযুক্তির সহজলভ্যতা ঘটলে ইন্টারনেট, নারীর জীবনে বিপ্লবের সূচনা করতে পারছে। শুধু নিজের বিকাশ নয় বিশ্ব নেতৃত্বে দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতেও নারীকে উৎসাহিত করছে প্রথমবারের মতো

এমনকি শ্রমশক্তি নিয়োগেও তারা বিশ্বজনীন কৌশল অনুসরণ করে। বিশ্ব যেখানে এগিয়ে চলছে, সেখানে নারীরও উচিত তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর ক্ষমতায়নের এই প্রতিযোগিতায় সম্পৃক্ত হওয়া। বর্তমান বিশ্বে তথ্য-প্রযুক্তি সংক্রান্ত বহু ধরনের খাত রয়েছে। একজন নারী সহজেই এই প্রতিযোগিতায় যুক্ত হয়ে নির্দিষ্ট দক্ষতা অর্জন সাপেক্ষে এশীয় অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি সচল রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন।

নারীর ক্ষমতায়ন তথা অনলাইন ইকোনমিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সবার আগে প্রয়োজন এই অঞ্চলের নারী-পুরুষ ক্ষমতার বৈষম্য তথা জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। NUA এর সার্ভে ২০০৩ এর রিপোর্ট অনুসারে বিশ্বের ৩৩২ মিলিয়ন লোক ইন্টারনেট দুনিয়ায় বাস করছে[৩]। শুধু তাই নয় ইন্টারন্যাশনাল ডাটা কর্পোরেশন এর মতে, অধিকাংশ কার্যক্রমই সম্পাদিত হচ্ছে ই-বিজনেস এর মাধ্যমে এবং আগামী এক বছরের মধ্যে এই সেক্টরে এশিয়ায় ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের আদান-প্রদান হবে। কিন্তু এই অঞ্চলের মহিলা শ্রমিক, উদ্যোক্তা, ভোক্তা, যারা ইন্টারনেট এবং তথ্য-প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট কাজে অদক্ষ তারা কি এই বিশাল কর্মযজ্ঞে তাদের অবস্থান নিশ্চিত করতে পারছেন?

না পারছেন না, পারতে হলে এখনই প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন সাপেক্ষে নারীদের এগিয়ে আসতে হবে। কেননা অদক্ষ নারী 'সমান অর্থনীতিতে' ভূমিকা তো গ্রহণ করবেই না বরং অর্থনীতিকে সচল রাখার পরিবর্তে গলার কাটা স্বরূপ বিবেচিত হবে। এশিয়ার শ্রম শক্তির প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ নারী এবং এদের মধ্যে কেবল চায়নায় রয়েছে শতকরা ৭৫ ভাগ[৪]। যদিও এটা কোনোরকম শ্রেণীকরণের পর্যায়ে পড়ে না তথাপি এই তথ্যটিকে অগ্রাহ্য করারও উপায় নেই। এশিয়ার শ্রম শক্তির এই বিরাট অংশ নারীকে কাজে লাগাতে প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় সেক্টরে প্রশিক্ষণ প্রদানও কাজের ক্ষেত্র সৃষ্টিতে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগ এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা উভয়ই প্রয়োজন।

নতুন অর্থনৈতিক বিশ্বব্যবস্থার ভারসাম্য মোকাবেলায় উত্তর আমেরিকাতে এশীয় অঞ্চলের দক্ষ-যোগ্য নারী শ্রমিকের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। তাছাড়া বিশ্বজুড়ে তথ্যপ্রযুক্তির পেশাদারের পরিমাণ খুবই কম। এশিয়া মহাদেশে রয়েছে বিপুল পরিমাণ সম্ভাবনাময় নারী শ্রমিক যাদের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আইটি সেক্টরের সংকট মোকাবেলা করতে পারা যায় অনায়াসেই। এর জন্য প্রয়োজন বিশ্বায়নের ভিত্তিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং আইটি খাতের বৈশ্বিক ভাবনায় আর্থিক সাশ্রয়ের ব্যাপারটি নিশ্চিত করা।

'মেয়েরা আজকের ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার না করলে আমাদের সংজ্ঞায়িত আগামীর ভবিষ্যৎ ও বিশ্বের জন্য উপযুক্ত হতে পারবে না'
অণিতা ব্রোগ
প্রেসিডেন্ট, ইনস্টিটিউট ফর উইমেন এ্যান্ড টেকনোলজি

বিশ্বজুড়ে মোট ব্যবসায়ী জনগোষ্ঠীর শতকরা ২৫ থেকে ৩৩ ভাগ নারী হওয়া সত্ত্বেও এশীয় অঞ্চলের নারীদের মধ্যে অনলাইন প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রটিতে নিজেদের গুটিয়ে রাখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে আশার কথা, দেখা গেছে, তথ্য-প্রযুক্তির সহজলভ্যতা ঘটলে ইন্টারনেট, নারীর জীবনে বিপ্লবের সূচনা করতে পারছে। শুধু নিজের বিকাশ নয় বিশ্ব নেতৃত্বে দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতেও নারীকে উৎসাহিত করছে প্রথমবারের মতো। ওয়েবের মাধ্যমে ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া চালানোর সুবিধা ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পশ্চিমা দেশগুলো কম শ্রম-মূল্যে দক্ষ জনশক্তি নিতে পারে বলে এশিয়ার মুখাপেক্ষী হয়। বর্তমানে এশীয় অর্থনীতিতে এ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য খাতগুলোতে ব্যাপক কাজের সুযোগ গড়ে উঠছে। যদি এখানে শর্তসাপেক্ষে কাজ করা যায় সেটা নারী বা পুরুষ যেই হোক না কেন সুযোগটি অনায়াসেই গ্রহণ করতে পারেন।

বর্তমানে জাপানী ব্যবসায়ীদের মধ্যে শতকরা ৪/৫টি ক্ষুদ্র ব্যবসার মালিক হলেন নারীরা। নারী কেন্দ্রিক এই ব্যবসাগুলোর বেশির ভাগই পরিচালিত হচ্ছে অনলাইনকেন্দ্রিক। এতে করে দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শ্রম এবং মূল্য উভয়ই সাশ্রয় হচ্ছে। ভিয়েতনামের ছোট্ট একটি গ্রামে দু'টি উপজাতি গোষ্ঠী ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করে নিজস্ব তাঁতের তৈরি জিনিসপত্র এবং স্থানীয় তুলা দিয়ে তৈরি চট ও দোলনার মাধ্যমে, পরে তারা ইন্টারনেটে নিজেদের ওয়েবসাইট খোলে। গতবছরে তারা তুলার তৈরি দোলনা বিক্রি করে প্রতিটি প্রায় ১,০০০ মার্কিন ডলার মূল্যে এবং দেশীয় পশ্চাৎপদ অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নারী-পুরুষের চলমান বৈষম্য কমানোর দিকে যখন আমাদের নজর তখন এই ডিজিটাল বৈষম্য যেন তাদের আরো দূরে ঠেলে না দেয় তার জন্য এখনই নিতে হবে দরকারি সব পদক্ষেপ।

নারী মালিকানাধীন ব্যসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির সামাজিক প্রভাবও রয়েছে। গৃহস্থালি কাজকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে বলে কদাচিৎ এদের মধ্যে ব্যবসায়িক রুক্ষতা লক্ষ করা যায়। তাছাড়া নমনীয় পরিবেশ, পারিবারিক আইন, লভ্যাংশ বণ্টন, সাশ্রয়ী মনোভাবের কারণে নারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি পুরুষ কর্তৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর চেয়ে খুব দ্রুত সফলতা অর্জন করতে পারে।

সমাধানের পথে কয়েক ধাপ

> 'আমাদের জরিপকৃত ১০টি দেশে, অর্থনীতির উপর ডিজিটাল জেন্ডার-ডিভাইডের নেতিবাচক প্রভাব ইতিমধ্যেই আমরা দেখতে পেয়েছি'
> অ্যানামা টান
> প্রেসিডেন্ট, এশিয়ান কনফেডারেশন অব উইমেন্স অরগানাইজেশন (এসিডব্লিউও)

প্রযুক্তিগত দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ নারীদের টেকনোলজি সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে উৎসাহ যোগাবে। যদিও সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ জেন্ডার বৈষম্যের বিষয়টি বেশ জোরেশোরেই উত্থাপিত হচ্ছে। তথাপি এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক সংগঠন 'APEC' নারী নেতৃত্বাধীন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে এশীয় দেশগুলির মন্ত্রণালয়গুলোকে প্রস্তাব দিয়েছে এবং বিশ্ব ব্যবস্থার নতুন অর্থনৈতিক সমস্যার মোকাবেলায় নারীরা কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করছে, কী কী সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে, অর্থনীতিতে এদের প্রভাব কী? প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। ফলে বলা যায়, নারীকে আদান-প্রদান, পণ্য সরবরাহ এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রেও ইন্টারনেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এশীয় অঞ্চলের নারীদের জন্য সহজ পথ হল তারা ওয়েবসাইটে নারী সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলোর (যেমন : ওমেনস এশিয়া ডট কম) সাহায্য ও পরামর্শ নিতে পারেন। এছাড়া ইন্টারনেট কিভাবে ব্যবহার করবেন, কিভাবে তথ্য আদান-প্রদানে দক্ষ হয়ে উঠবেন, এধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণও জরুরি। সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও এগিয়ে আসতে পারেন নারীর ডিজিটাল ক্ষমতায়নকে স্বীকৃতি দিতে এবং দেশীয় অর্থনীতিতে তাদের অংশগ্রহণ নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জনসংখ্যার এক-অর্ধাংশ, অন্য অংশের তুলনায় আগের চেয়ে বেশি করে পিছিয়ে পড়বে। সভ্যতার সাথে তাল মিলিয়ে কিংবা মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর মতো অবস্থায় আর কখনোই উন্নীত হবে না। সুতরাং নারীর কর্মক্ষেত্রকে আরও বিস্তৃত করতে হবে। এশিয়ার নারীদের উপলব্ধি করতে হবে তারা বাসায় বা অফিসে যা করছে তার চেয়ে অনেক বেশি দক্ষতা অর্জন করতে পারে অনলাইন বা ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে। দেশের জাতীয় উৎপাদন, তথ্য সরবরাহ এমনকি গ্লোবাল ইকোনমিতেও তারা গুরুত্বপূর্ণ

> দেশের স্বার্থ রক্ষায় সরকারের উচিত নারীর প্রযুক্তিগত শিক্ষার বিভিন্ন ইনটেনসিভ বাড়ানোর পাশাপাশি তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান। দাতা সংস্থা ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশের নারী সমাজকে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ করে তুলতে স্পন্সর করতে পারেন। মালিকপক্ষ নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের নারীকর্মীদের নিজেদের প্রয়োজনে দক্ষ করে তুলতে পারেন

আইটিমুখী বা ডিজিটাল কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়টি এখন বেশ জোরের সঙ্গেই উত্থাপিত হয়েছে।
নারীদের ডিজিটাল কর্মক্ষেত্রে উৎসাহী করতে প্রথমেই প্রয়োজন অনলাইন ইন্টারনেট প্রশিক্ষণ, তবে এটা কম ব্যয় সাপেক্ষ হতে হবে। কিভাবে সাশ্রয় মূল্যে অনলাইনে প্রবেশ এবং ব্যবহার নিশ্চিত হবে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়ার পাশাপাশি তাদেরকে ডিজিটাল টেকনোলজি সম্পর্কে অধিক মাত্রায় আগ্রহী করে তুলতে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে হবে।
ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের মতে, এশীয় নারীর ডিজিটাল কর্মক্ষেত্রের প্রধান বাধাসমূহের মধ্যে অন্যতম দু'টি বাধা হল দক্ষ নারীকর্মীদের প্রশিক্ষণের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা এবং গ্লোবাল ডিজিটাল-ডিভাইড প্রক্রিয়া। প্রাথমিকভাবে তথ্য প্রযুক্তি অঙ্গনে প্রবেশাধিকার তথা বিশ্ববাজারে নির্দিষ্ট অবস্থান তৈরিতেই নয় বরং বাজারজাতকরণ, পৃথিবীব্যাপী গ্রাহক সেবা ইত্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, তথ্য নিশ্চিত করতে। দেশের স্বার্থ রক্ষায় সরকারের উচিত নারীর প্রযুক্তিগত শিক্ষার বিভিন্ন ইনটেনসিভ বাড়ানোর পাশাপাশি তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
দাতা সংস্থা ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশের নারী সমাজকে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ করে তুলতে স্পন্সর করতে পারেন। মালিকপক্ষ নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের নারীকর্মীদের নিজেদের প্রয়োজনে দক্ষ করে তুলতে পারেন। কর্পোরেশনগুলি প্রাথমিকভাবে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারেন। পরবর্তীতে লাভজনক হলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। কেবল প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন সম্ভব, তা তো নয় বরং অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই যে কোনো বিষয়ে দক্ষ হয়ে ওঠা যায় তবে প্রশিক্ষণের ফলে নারী এই সংক্রান্ত যে কোনো সেক্টরে কাজ করার সুযোগ পেতে পারেন আর এটাই একমাত্র পথ।
এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নারীদেরকে প্রযুক্তিগত বা আইটি সেক্টরে দক্ষ করে তুলতে এখনই প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ বা অ্যাকশন প্ল্যান গ্রহণ। না হলে ভূমিকা রাখতে পারেন। এজন্য অবশ্য দেশের বহুজাতিক কম্পানিগুলো বা সরকারি সহযোগীতার প্রয়োজন। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আইটি সংক্রান্ত বিষয় সংযুক্ত করলে স্কুলগামী মেয়েদের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে তারা পরিষ্কার ধারণা নিতে পারবে। জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ, আইটি ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার সম্মিলন ঘটলে উন্নত দেশগুলোর মতো এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় হবে, জাতীয় উৎপাদন বাড়বে এবং বিশ্ববাজারে এই অঞ্চলের নারী সমাজ নিজেদের অবস্থান তৈরিতে সফল হবে। এবং শুরুটা করতে হবে এখনই, দেরি করার মতো সময় আমাদের হাতে নেই। ●

তথ্যসূত্র
1. Media Metrix / Jupiter Communication, August 2006
2. Emarketen.Com, May 2004
3. NUA Internet Survey 2003
4. United Nations, Statistics on Woman in Asia Pacific 2001

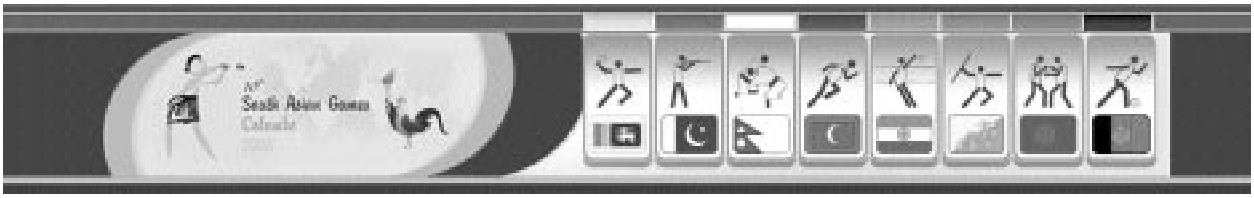

এস এ গেমসে প্রমীলা অ্যাথলেটরা খুব খারাপ করেননি

কলম্বো এস এ গেমসে বাংলাদেশ বিশাল এক বহর নিয়েই গিয়েছিল। দু' একটি ইভেন্ট ছাড়া সব ইভেন্টেই বাংলাদেশের অ্যাথলেটরা লড়েছে। তবে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অংশগ্রহণ খুব একটা বেশি ছিল না। বেছে বেছে হাতে গোনা কয়েকটা ইভেন্টেই কেবল প্রমীলা অ্যাথলেটরা অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইভেন্টগুলো হলো– শ্যুটিং, সাঁতার, অ্যাথলেটিক্স এবং কাবাডি। আর সবমিলিয়ে প্রায় ত্রিশজনের মতো প্রমীলা অ্যাথলেট এসব গেমসে অংশগ্রহণ করেন। অংষগ্রহণকারীদের মধ্যে পুরনো আর অভিজ্ঞ বলতে ছিল-শ্যুটার সাবরিনা সুলতানা, অ্যাথরেট ফৌজিয়া হুদা জুঁই এবং সুইমার ডলি আক্তার। এই অভিজ্ঞদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন প্রতিশ্রুতিশীল এবং শত সম্ভাবনার লড়াকু শ্যুটার শারমিন আক্তার, সাঁতারু মাহফুজা। এ কারণেই স্পটলাইট ছিল এদের ওপরই। তবে বলতেই হয়, মেয়েদের কেউ স্বর্ণ মুঠোবন্দী করতে না পারলেও সামগ্রিক বিচারে প্রমীলা অ্যাথলেটরা ফলাফল খুব একটা খারাপ করেননি। ফলাফল মোটেও হতাশাজনক নয়। কেননা অন্যান্যদের তুলনায় আমাদের মেয়েরাই কেবল সবচেয়ে কম প্রস্তুতি নিয়ে এস এ গেমসে অংশগ্রহণ করেছিল।

প্রমীলা অ্যাথলেটদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হয়েছিল অন্তত দুটি স্বর্ণ। যার একটি ছিল শারমিনের কাছে, অন্যটি ছিল সাঁতারের আরেক সম্ভাবনাময়ী তরুণী যশোরের মাহফুজার কাছে। ১০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকে মাহফুজার সোনা জেতার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু শ্রীলংকার মৌত্তমী এবং ভারতের আরেক তরুণী ভরদ্বাজ-এর কাছে পরাজয় মেনে কেবলই ব্রোঞ্জ জিতে খুশী থাকতে হয় মাহফুজাকে। অন্যদিকে দেশের অন্যতম অভিজ্ঞ সাঁতারু ডলি এবারের সাফ গেমসে সত্যি সত্যিই প্রশংসনীয় পারফরমেন্স দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। সিডনির অলিম্পিক ভিলেজে ডিসকোয়ালিফাই হয়ে এই মেয়েটি বড় লজ্জাই পেয়েছিলেন। কিন্তু রাজবাড়ির মেয়ে ডলি এবার একাই গোটা তিনেক পদক এনেছেন এস এ গেমস থেকে। এর মধ্যে সবচেয়ে তার বড় সাফল্যটি হলো- ৫০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকে রৌপ্যপদক জয়। ২৩ আগস্ট বেস্টস্ট্রোকের লড়াই-এ ডলি আক্তার এই কৃতিত্ব দেখান। এর আগেই অবশ্য ডলি ২০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকে এবং ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে দুটি ব্রোঞ্জ পদক জয় করেন। তবে এটা ঠিক আগামীতে ডলি নয়, মাহফুজাই হবে আমাদের জন্য বড় সম্পদ। তবে সাঁতারে এই দুই তরুণীর বাইরে দেশের সবচেয়ে আলোচিত-সমালোচিত তরুণী জলকন্যাখ্যাত সবুরা তেমন কিছুই করার কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। এদিকে শ্যুটিং-এ শারমিন আক্তার যা কছেন তার সামান্যটুকুও করতে পারেননি অভিজ্ঞ সাবরিনা সুলতানা। অথচ ৯৭-এর সাফ গেমসের পর সাবরিনা অধ্যায়ই শুরু হয়েছিলো। বয়স আর সাংসারিক ঝামেলার কারণে সাবরিনা পিছিয়ে পড়েছেন। তাকে নিয়ে এখন বড় ধরনের প্রত্যাশা করাও অবান্তর। তবে শাবরিনার মতো অভিজ্ঞদের টিমে রাখা দরকার এই কারণে যে, এতে করে অন্তত নবীনরা বুকে সাহস পাবেন।

অ্যাথলেটিক্সে ইসলামাবাদ সাফ গেমসে রৌপা জিতেছিলেন দেশের অন্যতম সেরা অ্যাথলেট ফৌজিয়া হুদা জুঁই। লং জাম্পে দ্বিতীয় হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এবার আর তেমনটি ঘটেনি। অ্যাথলেটিক্সে ভারত, শ্রীলংকার মেয়েরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে গেছে অনেক এই নব্য অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন জেনেও ভাল কোনও পদক্ষেপ নিয়েছে বলা যায় না। মেয়েদেরকে পাঠানো হয় অনেকটা দায়সারাভাবে। এবারের মেগসের আগেও প্রমীলা অ্যাথলেটদের প্রতি খুব একটা যত্ন নেওয়া হয়নি। আর এ কারণেই ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটিয়েছিল কতিপয় প্রমীলা অ্যাথলেট।

সবমিলিয়ে এবারের এসব গেমস থেকে প্রমীলা অ্যাথলেটরা দেশের জন্য যতটুকু

অর্জন বয়ে এনেছেন তা তুচ্ছ করে দেখার কোনও অবকাশ নেই। তবে ঘুরে-ফিরে সেকথাই বলতে হয় ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে শারমিন ইসলামাবাদের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারলেও তিনি আরো আলোকিত হয়ে উঠতে পারতেন। মৃদুভাষী শারমিন বলেছেন, তার জন্য আরো ভালো প্রশিক্ষণ প্রোভাইড করা প্রয়োজন। কারণ ভারতের মেয়েরা তার চেয়ে কয়েকগুণ সুযোগ পেয়েছে। আসলেই আমাদের এসব প্রতিভাদের জন্য প্রয়োজন আরো সুবিবেচনা প্রসূত পদক্ষেপ। শারমিনদের প্রতিভা আছে, কিন্তু সেই প্রতিভা মেলে ধারার দায়িত্বতো কর্মকর্তাদেরই। সবমিলিয়ে এস এ গেমসে মেয়েরা যে ফলাফল করেছে তার জন্য জানাচ্ছি অভিনন্দন। ●

জাহিদ রহমান